



E-BOOK



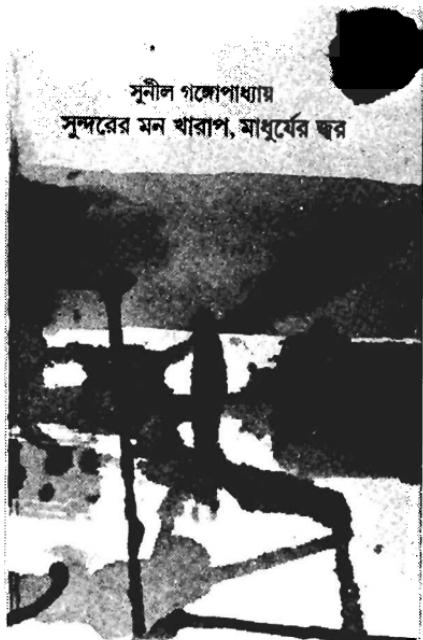
www.BDeBooks.com



FB.com/BDeBooksCom



BDeBooks.Com@gmail.com



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর

সূচিপত্র

হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ ১৭৫, যৎসামান্য ১৭৯, নির্মাণ খেলা ১৭৯, অরফিউস ১৮০, ভাত ১৮১, অসীমের করতলে ১৮২, সমস্ত শরীরময় ১৮৩, শেষ কথা ১৮৩, দাও! ১৮৫, সবাই বললো ১৮৬, তবু তোর নামে ১৮৭, আর কিছু না ১৮৮, টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে ১৮৮, বীজমন্ত্র ১৮৯, অদৃশ্য কুসুম ১৯০, ঝলতে থাকে আশুন ১৯০, মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে ১৯১, প্রতিদ্বন্দ্বীরা ১৯২, নিজের মাথার বালিশ ১৯৩, শব্দ ভাত্তে ১৯৪, উদ্যত ছুরি ১৯৫, ডানা-বদল ১৯৬, অপু ১৯৮, সে আর ফিরলো না ১৯৮, সাদা দেওয়াল ১৯৯, মালা ২০০, ছবি ২০০, কে কাকে টানছে ২০১, অধরা ২০২, থেমে থাকা যাত্রী ২০৩, সুন্দরের মন খারাপ ২০৪, সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান ২০৪, আবছায়াময় কেল্লার মাঠে ২০৫, সীমাস্ত কাহিনী ২০৬, দরজার আড়ালে ২০৮, রূপকল্প ২০৯, তস্য গলি ২১০, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত '১১, বাল্যস্মৃতির ঢেটি ২১২, জন্মদাগ ২১৩, কাটা ২১৩, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ২১৪

ହେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସକଳ ଦେଖାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ

୧

ହେ ପ୍ରିୟ, ହେ ନିର୍ବାକ କୁସୂମ, ଏବେ ଉତ୍ୟୋଚିତ ହେ
ହେ ତମମ, ବିଦ୍ୟାଲ୍ୟତାଯ ଘେରା, ମରୁବାହନ
ହେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସକଳ ଦେଖାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାଙ୍ଗଳ ଭୁବନ
ଯେ ସମୁଦ୍ରେ ଓଠେ ନା ତରଙ୍ଗମାଲା, ନିୟତ ଜାଗ୍ରତ
ଯେ ସ୍ଵପ୍ନେର ଭିତରେ ସହସ୍ରକାଣ୍ଡି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ
ହେ ପ୍ରିୟ, ହେ ବାଞ୍ଛ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ଦେଖା ଦାଓ, ଦେଖା ଦାଓ !

୨

ଚଲେଛେ ଦିନ, ଦିନେର ପିଠେ ଦିନ, ଯେମନ ମରୁର ଅଭିଯାତ୍ରୀ
ଥାଇଁ ଦାଇଁ ଶୁଷ୍ଟି ବସାଇ ଦୁୟୋର ଖୁଲେ ଘୁର୍ଣ୍ଣିମାତନ ଦେଖାଇଁ
ଫୁଲେର ଅଭିଯାତେଓ ହଠାତ୍ ଫୁଲଶୟାଯ ଜୁଲେ ଆଶ୍ରମ ଫୁଲକି
କେଉ ଦୁର୍ଦିକେ କାନ ଟାନଛେ, ମାଥାର ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ମାଥା ଘୁରାଛେ
ସବାଇ ଖୁବ ଜର୍ଦ୍ଦ କରେ, ଚତୁର୍ଦିକେ ଜର୍ଦ୍ଦ ହଞ୍ଚେ ହିନତାଇ
କେ କଟଟା ଆୟନା ସେବା, ତା ଦିଯେଇ ତୋ ବିକ୍ଷିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
ଯେମନ ଅକସ୍ମାତ୍ ସକାଳେ ଏଲୋ ଅନ୍ୟ ନାମେର ତାରବାର୍ତ୍ତ
ହାତ କାଁପଛେ, ବୁକ କାଁପଛେ, ଠୋଟେ ତବୁ ଏରଲ ଝିଲ୍ଲେର ହାସ୍ୟ
ଅଲୀକ ଅଲୀକ ସବାଇ ଅଲୀକ, ଦିନେର ବେଳା କେ ଯେ କାକେ ଚିନହେ
ଚଲେଛେ ଦିନ, ଦିନେର ପିଠେ ଦିନ, ଯେମନ ମରୁର ଅଭିଯାତ୍ରୀ...

୩

ଆସୁନ, ବସୁନ, ଚା ଥାନ
ନା ଥାବେନ ତୋ ଉଚ୍ଛବେ ଯାନ
କୋନ ଦିକେ ବାଥରମଟା ଭାଇ, ଏହି ଯେ ଡାନ ଦିକେ ଆଲୋର ବୋତାମ
ଜିପ ଫାସନାର ଆଟକେ ଗେଛେ ରୋମେ, ଆମି ଯଦି ବେଦୁଇନ ହତାମ !
ଶ୍ରୀତାତପ ନିୟାତିତ, ତାଓ ଯେନ ଛାଯା ଆସଛେ ପିଛୁପିଛୁ।
ସବ ଦିକେଇ ତୋ ସବ କିଛୁ ଫର୍କା, ତବୁ ତୋ ପାଓୟା ଯାବେ କିଛୁମିଛୁ।
ପାନ ଥେକେ ଆର ଚନ ଖୁସେ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଗାରେଟେର ଛାଇ ଫେଲଲେ କାର୍ପେଟେ
ତୁମି ଅମନି ଆଧୁନକୀ ବୈଟେ !
କୋଥାଯ ଏସେହେ କିଛୁଇ ଜାନୋ ନା, କେନ ଏସେହେ ତା ଜାନୋ ?
ମ୍ୟାଜିକ ହାଭେଲି, ଚତୁର୍ଦିକେ ଶୁହାମୁଖ ସାଜାନୋ

কেউ কাঙ্কে দেখছে না, বসেছে ছল্লোড়ের আসর
এখানে এমপ্লায়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, এখানে তোমার বিবাহ-বাসর
কোনো রকমে রাস্তায় বেরিয়ে যার দিকে খুশি করণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে
ভিথিরিকে কুড়ি পয়সা পুলিশকে দাও হাঁকিয়ে
এই সব কিছুরই শোধ তোলার আছে একটা দিব্যস্থান
যে খোঁজ পাবার সে ঠিকই জানে, সে সেখানে একলা মাস্তান।

8

মাঝরাস্তিরের পরেও অনেকটা ঘুরে গেছে ঘড়ির কাঁটা
তবু কেন জেগে উঠলাম?
বাল্য বিবাহের মতন প্রথম প্রহরেই ঘূম এসেছিল
কেউ তো ঘুমকে শাসন করেনি, তবু কেন এই অভ্যুত্থান
ভূতে পাওয়ার মতন কেউ আমাকে টেবিলের সামনে বসায়
খোলায় কবিতার খাতা
কোন ভূত, কোন ভূত, আমার কাঁধে সিঙ্কুবাদ নাবিক
একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আমার হাসি পায়
মদন মিস্তিরের দেওয়া পুরনো ডায়েরিটাকে আমি চুম্বন করি
এতগুলি সাদা পাতা, তোমরা পরবর্তী প্রজন্মের দিকে যাও
অগণন ক্রুদ্ধ, সুন্দর, মগ্ন, লাজুক তরঙ্গ-তরঙ্গীরা খেলা করছে সিঙ্কুপারে
দূরত্বের আলোছায়া কী মধুর
কলম খোলা, আমি চুপ করে বসে আছি, আঃ কী প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতা
ছিন্ন প্রস্তাগুলি অলঙ্কার ও উপমা হয়ে উড়ছে বাতাসে
বাইরে বিমবিম করছে রাত, আমার নিজস্ব রাত
আমার শৈশব ঘড়ি টিকটিক করে বলছে, জেগে থাকো, জেগে থাকো
যেন আরও কিছু বলে, আমি ভাষা বুবাতে পারি না
আমারই আয়ুর ভাষা এত নৈর্ব্যক্তিক!

৫

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার

দিনের বেলায় তুমি পাথর পথের ধারে, রাস্তিরের রাজা
কিংবা রাস্তিরের রানী, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলুক তো
ঠিক ঠিক চিনি

আমি রাস্তিরের দিকে, রাস্তিরের প্রবল আঙ্গিকে

আমার নিজস্ব কিছু পাগলামিরা ভূমি পায়, চাষবাস করে
শরীরেও আসে যায়, যতটুকু খোলা থাকে নিসর্গ পর্দায়
বৃষ্টি খায় আকাশের ছায়া
রূপালি আলোর মতো বৃষ্টি এসে ফিসফিসিয়ে ডাকে
চাঁদ গলা জল আসে, সাতাশ বছর মনে পড়ে
পাহাড় পেরিয়ে আসা সেই রাত, দ্বিমি দ্বিমি মাদলের ধ্বনি
মনে হয়, এই বুঝি অঙ্গীমের গীতিনাট্য, কসমিক হারমোনি
জলপ্রপাতের পাশে একা শুয়ে থাকা
নগরে-ব্যারাকে কিংবা পানশালায়। কদাচি�ৎ কয়েদখানায়
সব কিছু ভালোবাসা, মায়ার আঙুল ছোঁয়া ভালোবাসাময়
প্রতিটি দিনান্ত, আমি চেয়েছি নারীর কাছে দয়া
মনে আছে, দয়া নয়, দিয়েছিলে অশ্বকুরধ্বনি
তোমার সুম্বমা তুমি কিছুই জানো না। তুমি সবকিছু জানো
রাত্রিকে বাজাও তুমি, সামান্য ও ভূরভূক্ষে বয়ে যায় শিউলির গন্ধমাখা
নদী

অনন্তের তরীখানি থেমে যায় এই কিনারায়
এরই মধ্যে যদি ঘূম আসে
এরই মধ্যে হাতের আঙুল যদি ঘূমে ছুঁয়ে দেয়

জাগো হো ঘোড়সওয়ার, নীল ঘোড়সওয়ার...

৬

‘কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে’
তখন আপনি ছিলেন আমার সঙ্গে, সবগুলি গুণগুন সঙ্গীতের অষ্টা
পুজা থেকে বিরহ, প্রকৃতি থেকে আরও দুঃখভরা গান
এ দুঃখ আমার নয়, যিনি লিখেছেন, তিনিও কি এত দুঃখী
কিংবা প্রত্যেক কবির মতন তিনিও বৈপরীত্যের বরপুত্র, সব প্রশ়ের
উন্নত ঘুলিয়ে দেবার সম্ভাট ?

জীবন চরিতে তাঁকে সত্ত্যাই খোঁজা যায় না
কাল রাতের বেলায় এত গান, সর্বাঙ্গ জড়ানো গান
সেইসব সুখের মীড় ছবির রঙের মতো গড়িয়ে যায়, আয়তনে মেশে
যেন মাতিস্ব-এর আঁকা গান, ঝর্ণায় অনেকক্ষণ ধারাস্নান
চোখ জড়িয়ে আসে
তারপর এক ঝলক স্বপ্ন দেখি আলখাল্লা পরিহিত তাঁকে

এ মুর্তি প্রভাত মুখুজ্যের গড়া নয়, বইয়ের র্যাকের পাশে ঠিস দিয়ে
থুতনিতে আঙুল, বড় ব্যাকুল ও কৌতৃহলী, খুবই মহান ও সামান্য
আমার কোনো প্রশ্ন মনে আসে না
কানায় আমার গলা বুজে যায়, আমি ফুঁপিয়ে উঠি
একটু পরেই দেখি ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর
বাইরে প্যাঁচার ডাক শিহরিত রাত, থমথমে পৃথিবী
কুয়াশার মতন ছড়িয়ে পড়ে আমার বিস্ময়
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হঠাত আমার কানা এলো কেন, আমারও
কানা জমে ছিল ?
আঃ, বেঁচে থাকা এত আনন্দের !

৭

উনুন নিবে গেছে, ঘুমিয়ে আছে ওরা, ঘূমো
উদরে থাক খিদে, কপালে দেবো আমি চুমো
সারা গা ধূলো মাখা, শিশুরা শুয়ে আছে চাঁদে
তারার কুঁচি মাখা জড়িয়ে মড়িয়ে আল্লাদে
আতুর, বিরহীরা, লক্ষ্মীছাড়া যত যারা
অকুল পাথারের জাহাজে ভাসে দিশেহারা
দুখিনী জননীটি ঘুমিয়ে খুকি হয়ে আছে
এখন বসুমতী রেখেছে তাকে খুব কাছে
ঘূমোও ষড়রিপু, ঘূমোও অবিচার, ক্রোধ
আমার জেগে থাকা দিনের সব কিছু শোধ !

৮

হে প্রিয়, হে নির্বাক কুসুম, এবে উপ্রোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরহৎ বাহন
হে অদৃশ্য, সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভূবন
দেখো কত একা আছি, বাতিস্তস্তে জাগ্রত প্রহরী
নেই আভরণ, নেই না-পাওয়ার কোনো অভিমান
হে প্রিয়, হে বাঞ্ছয় নির্মাণ, দেখো দাও, দেখো দাও !

যৎসামান্য

ওগো পরজন্ম, ওগো প্রিয় দিবাস্থপ্ন, পরম মধুর
তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যে, তাই তুমি এমন সুন্দর ?

*

উপমাবাহল্যে তুমি নষ্ট হলে, কবিদেরও করোনি সংযত
ওগো চাঁদ, আজ তুমি এত চেনা, প্রাণ্তরের একা
পোড়ো বাড়িটার মতো !

*

এর ঈশ্বর মাটি পাথরের পুতুল এবং ওর ঈশ্বর নিরাকার
ক্ষুধা নেই, নেই তফা তবুও কোন্ জিভ দিয়ে
রক্ত চাটছে মানুষের ?

*

গোলাপ, চম্পক, যুথী...মানুষ করেছে কত ফুলের বন্দনা
ফুলেরা জানে না কিছু, একতরফা ভালোবাসা তবুও মন্দ না !

*

জামরুল গাছের নীচে যে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিভেজা ক্ষীণ-চাঁদ নাভি
শাড়িতে অজন্ম যুই, সে-ই তো রচনা করে কবিতাটি,
আমি কেউ নয় !

*

ওদের যাদের খিদের অসুখ, ওরা তবুও হাসে এবং গান গায়
হষ্টপুষ্ট কুঁজীরেরা দুপুরবেলা শুধুই কাঁদে, পরের দৃঢ়থে
ভেজায় এত কাগজ !

*

লুকিয়ে রেখো না কোনো গোপন সিন্দুকে কিংবা লিখো না
দলিলে
না দিলে থাকে না কিছু, ভালোবাসা ডুবে যায় স্বৰ্খাত সলিলে !

নির্মাণ খেলা

‘তালগাছের ডগায় শিরশির করছে মেঘলা বাতাস’
না ঠিক হলো না
চোখের সামনে একটা তালগাছ, আমি বারান্দায় বেতের চেয়ারে

‘বাতাসে সমুদ্রের গঢ়ন
‘ডগায়’ না ‘মাথায়’? ‘শিরশির’ না ‘ঘিরঘির’
‘তালগাছের মাথার ঘিরঘির করছে সমুদ্র-বাতাস’
না, ঠিক হলো না
সমুদ্রের বাতাস কখনো ঘিরঘির করে না
‘তালগাছের শিখরে শোঁ শোঁ করছে সমুদ্র-বাতাস’
অনেকগুলি স-ধ্বনি, বেশি বাড়াবাড়ি
গদ্দের বদলে ছন্দেও ফেলা যেতে পারে
‘তালগাছটার শিখরে দুলছে অমৌসুমী সমুদ্রের হাওয়া’
কলম নেই, খাতা নেই, হাতে কফির কাপ
পায়ের কাছে পড়ে আছে খবরের কাগজ
প্রথম পৃষ্ঠায় রক্ষের ছড়াচাড়ি
‘দেবদারু গাছটাকে ঝাঁকাছে ঝাড়, যেন সে কাঁপছে
কুঠারের ভয়ে

তালগাছ কী করে হয়ে গেল দেবদারু ?
 সমুদ্রের হৃ হৃ হাওয়া কখন হয়ে উঠলো ঝঞ্চা !
 আমি চেয়ে আছি প্রান্তরের দিকে, সরে গেছে মেঘ
 এক অলীক বিভায় বারবার বদলে যাচ্ছে রূপ
 মাথা-ভারী একলা তালগাছ মহুর্তের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর দেবদারু
 কয়েকটা ভুলো-মনা পাখি পাতা ছুঁয়েই উড়ে গেল
 ভয়ার্ত ধূনি রেখে

সেই ধ্বনির মধ্যে ঝড়ের আভাস
 এমনই সূচ-বৈঁধা, যেন সমুদ্রের নয়, মরুভূমির
 ঝোপ্পুরে ঝলসাছে অজন্ত নির্মম কুঠার
 মিথ্যে নয়
 ‘দেবদারু’ গাছের তুলিতে এখন আকাশে এক
 অসমাপ্ত ছবি’

অরফিউস

সঙ্গে নিচু হয়ে এসেছে, একটা ছোট্ট স্টিমবোটে আমি
যাচ্ছি ব্ল্যাক সী অভিমুখে
যাচ্ছে যাচ্ছে দ' তীর, এই মাত্র নীলজল মহানাগের ফণার

মতো লাফিয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি চলেছি
ম্যাথুর দেশে।

অঙ্ককার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে ?

কালো জাদুকর, কেন দেখাচ্ছো ঐ আঙুরাখা ?

জলের উচ্ছ্বলতার মধ্যে মহাজাগতিক ধ্বনি, আকাশ থেকে জলতে
জলতে নামছে একটি রক্ষিত নক্ষত্র

বাতাসে কয়েকটি শতাব্দী খেলা করছে আমার সামনে

কোনো একটি শতাব্দী আমার হাতে তুলে দিল তলোয়ার

আবার অন্য একটি শতাব্দী আমাকে দিল বীণা

অঙ্ককার কৃষ্ণ উপসাগর, কেন টানছো আমাকে ?

একটা রূপোর নদীর মতন মিলিয়ে গেল বসফরাস, শেষ সূর্যের

সোনালি শৃঙ্গের মতন হারিয়ে গেল সরু সরু জীবন্ত রেখা

জামার সব কটা বোতাম খোলা, চুল এলোমেলো, একটু বুঁকে আমি

ফেলে দিলাম তলোয়ার, রইলো শুধু

বীণা, তাতে আমি সুর লাগাতে জানি না

যাছি, যাছি, আমি একটা নিষ্কিপ্ত তীর, আমাকে যেতেই হবে

কালো জাদুকর, আমাকে কি অন্তত একটি গান শিখিয়ে দেবে

যা আমি রেখে যাবো ?

কেউ জানবে না, তবু অদৃশ্য মূর্ছন্নায় সামান্য একটা চিহ্ন !

ভাত

ভাতের থালায় এত কাঁটাবোঁগ, দরজায় বানবান আওয়াজ

গরম বাতাসে আসছে গ্রাম্য ধূলো

ছোট ছোট শিশুরাও আজকাল দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শিখে গেছে

খবরের কাগজে টাটকা রক্তের গন্ধ

চতুর্দিকে ছড়োছড়ি পদশব্দ, দেয়ালে এত আঁঙ্গলের ছায়া

আঃ, নিরিবিলিতে বসে যে দুটি ভাত খাবো, তারও উপায় নেই।

অসীমের করতলে

হে উত্তির চিংকমল, শান্ত হও

এত ঝড়ের ঝাপট, এত ধূলোবালি, শান্ত হও

এত শব্দ, অক্ষরের কোলাহল, পরম্পর বিরোধী বাক্যের
ঘনঘটা, তুলোর বীজের ওড়াউড়ি, শান্ত হও !

ভাতের থালায় পাতলা ছবি, কুমারীর মুখে

ঝান আভা, দু'একটা রাস্তায় ওড়ে অসুখের রেণু

ফিরে এসো

নদীর শ্বলিত যাত্রা, চৈত্রের দৃপুরে একাকিনী

দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে দেয়, ভেঙে পড়ে সেতু

ফিরে এসো

গ্রামের শশানে জাগে গ্রাম, ধান ক্ষেতে

রঞ্জের উৎসব, ফিরে এসো

চোখের আগুনে জলে হঠাত আতশ বাঞ্জি

আধা মফঃস্বলে, ফিরে এসো

উৎস ভুলে গেছে টেন, পাগলের মতো ছোটাছুটি

করে এক পাহাড় কিনারে, ফিরে এসো

যে-গাছতলায় বসে দরবেশটি গান গাইতো, গাছটিও নেই

রোদুর একদা ছিল হিরগ্নয়, আজ শুধু ঝাঁঝ

ফিরে এসো।

হে উত্তির চিংকমল, শান্ত হও

মূলাধারে ফিরে এসো, নিজস্ব মেধায় ফিরে এসো

দুটি চোখে ফিরে এসো, হাতের আঙুলে

ফিরে এসো

বিস্মৃতি আকীর্ণ পথে ঝুঁকে পড়ে তুলে নাও

একটি একটি কাঁটা

অসীমের করতলে সামান্যকে উপহার দাও !

সমন্ত শরীরময়

পাহাড় বিভঙ্গ করে উড়ে যায় মিহি জলকণা
যুমন্ত ধাতুর গায়ে অহেতুক মানুষের পা
স্বপ্নের ভিতরে আঁচ, বস্তুত আগুনই স্বপ্ন দেখে
তুষার-সন্তব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য
যার জন্য
যার জন্য
তুষার-সন্তব ঐ নগ-চূড়া যার জন্য জেগে আছে
কয়েকটি অসীম
কয়েকটি অসীম
সে এখনো গঞ্জে-গ্রামে-নদী-হৃদে শরীরে শরীর
মাটির শরীর
কর্পুর শরীর
সমন্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে...
সমন্ত শরীরময় যুদ্ধ চলে অগ্নি আর জলে....
সমন্ত শরীরময়...

শেষ কথা

এক সত্যবাদী কয়েনি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
হাততালি দাও
গাঁদা ফুলের মালা আনো, বাচ্চা লোগ
পুকারো ইনকিলাব
ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ভাই কোথায়?
ডুবো-জাহাজে কাজ নিয়েছে
সে রয়েছে
এখন গভীর জলে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও
মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং, হ্যালো
ঘোড়া ছুটিয়ে বৃষ্টি আসছে
এলো!

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে
আগুন-রঙা মাটির মধ্যে

হাঁ মেলেছে

কয়েক লাখ পিপড়ে

পিপড়ে-মা ও পিপড়ে-বাবা সামলে রাখো
নিখুঁত রানীকুঠি

ব্যান্ডমাস্টার, তোমার ছেলে কোথায় ?

গোল করো না

সবাই জানে সে রয়েছে

চিনির কারখানায়

বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও,

মাইক টেস্টিং

মাইক টেস্টিং, হ্যালো

রাত নামেনি, আকাশ তবু কালো ।

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে,

ঐ যাচ্ছে

বধ্যভূমির দিকে

ক্যাংলা পানা, রুখু দাঢ়ি, বাজার খুঁটে খাওয়া

দাঁত মাজে না, চোখে পিচুটি, হৃষি দীর্ঘ দূরের কথা

ক-অক্ষর গোমাংস

কুঁজিয়ে গেছে, চক্কু বোজা

হাঁটিছে দ্যাখো যেন বৃন্দ ডাঁশ

কেউ চেনে না, কেউ জানে না ও কে

রাত পেরুলে কাঁদবে না কেউ

লক্ষ্মীছাড়ার শোকে !

এক সত্যবাদী কয়েদি

ঐ যাচ্ছে ঐ যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে

মাটি ফাটছে, মাটি ফাটছে, মাটির পেটে খিদে

খিদের মধ্যে রংমশাল, চতুর্দিকে

এত বিশাল

জমজমাট মেলা

হাওয়ায় উলটে পড়ছে খুঁটি, সবাই মিলে ধরো, ও ভাই

হাত লাগাও, হাত লাগাও

আরও গভীরে খেঁড়ো

ব্যান্ডমাস্টার, তোমার যমজ কোথায় ?
অঙ্ক নাকি, দেখতে পাও না
সে রয়েছে বারবন্দ ভর্তি ঘরে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, মাইক টেস্টিং
মাইক টেস্টিং
হ্যালো

সময় নেই
সময় এসে গেল !

এক সত্যবাদী কয়েদি ঐ যাচ্ছে, ঐ যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে
নিরেট গাধা, আহাশ্মোক, যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা
কাঁক-কাঁকুড় জ্ঞান নেই, ও কী জানে সত্য কোন রঙের সুতো
কোন সুতোয় কী বোনা
হাড়পাঁজরায় লেপটে আছে যাবজ্জীবন মিথ্যে
বাজাও বাজাও, জোরসে বাজাও, কাড়া-নাকাড়া
দামামা-দুন্দুভি
আওয়াজ তোলো পাহাড় চূড়ায়, গলা ফাটাও
গলা ফাটাও আরো
দেরি কিসের, দেরি কিসের, দ্যাখো হঠাত উঠবে ঝড়,
দ্যাখো ঈশান কোণে
আসুক ঝড়, আসুক ঝড়, বৃষ্টি হোক, ও লোকটার
শেষ কথাটা কেউ যেন না শোনে !

দাও !

ইচ্ছাকে মোমের আলোর মতো
ঝড় বাদলে দশ আঙুলে আড়াল
তোমার কাছে সতত সংযত
ভেতরে ফোঁসে অতি নগ চাঁড়াল !

ঘোর দুপুর, বিকেলে নানা ছলে
সামনে যাই, তবুও দেখা হয় না

কত মানুষ কত না কথা বলে
ওরা গলায় পুমেছে বুঝি ময়না ?

দূরহের এমন সাজগোজ
শরীর নয় অমরতার সঙ্গী ?
কাব্য-গানে ভালোবাসার শৈঁজ
অশেষ নয়, শুধুই তার ভঙ্গি !

অহংকারে খুঁটেছি নানা ক্ষত
আগুন মুড়ে হয়েছি দেখ শিষ্ট
যেমন মাথা নোয়ায় পর্বতও...

গরল দাও, দিও না উচ্ছিষ্ট।

সবাই বললো

সবাই বললো, সামনে একটা নিরেট অঙ্ক গলি
দাঁড়াও !
ছেঁড়া হীরের মালার মতন ছড়ানো এক ভোর
কে ওখানে কে সেখানে অলীক কথাবার্তা
দাঁড়াও ! দাঁড়াও !
ডাইনে যাও, বাঁয়ে ফেরো, দেয়াল দেখে ফেরো
কুড়িয়ে নাও, যা খুশি পাও, টুকরোটাকরা ঠিকানা
দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও !

হঠাতে কয়েক শতাব্দীর এক পায়ে থমকানো
একটি বোবা মৃতি বললো চোখের সামনে সবাই
ঘূরছে
গোকায় খাওয়া কাগজপত্র, সাত পাগলের খেয়াল
ইতিহাসের নামে বিকোয়, পাঁজরা খোলা দেহ
ঘূরছে শুধু ঘূরছে
বাঢ়া ছেলের আঁকা একটা ছবির মতন রঙিন
বাস্তবতা, তালপাখার হাওয়ায় কাঁপা জীবন
ঘূরছে, শুধু ঘূরছে

দেয়াল তো নয়, অট্টহাস্য, গলিও নয় অঙ্ক
গলির গলি তস্য গলি, সমুদ্রে সব যাবেই
দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! দাঁড়াও !
চর্কি হয়ে ঘূরবে তুমি, তবু বলবে, দাঁড়াও
পা শুন্যে দু'হাত বাঁধা, তবু বলবে দাঁড়াও
ভাঙা গলায় কাঙ্গা তুলে সবাই বলবে, দাঁড়াও !

তবু তোর নামে

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা ?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা !
ওরে ও ডাঢ়কী
ভিজে সঙ্ঘায় কেন ডাকাডাকি
সুবাতাস মুছে আকাশ ঢেকেছে কালবৈশাখী
ওরে ও অমূল
তরুর তলায় শ্রষ্ট বকুল
কে গাঁথবে মালা আঙুল বিবশ, প্রাণ সঙ্কুল
আগুন লেগেছে
নদীর কিনারে ঘন কাশবনে
রাপ্পের বিভায় সংহার এসে হানা দেয় মনে !

এত সুন্দর
সেজেছিস কেন বসুন্ধরা ?
দেখতে পাস না আমরা এখন জীয়ন্তে মরা
জলতরঙ্গে
ভয় সঙ্গীত, বন্যার শোক
শ্রবণ বধির আবহায়াময় রঙিন দুলোক
মকু সংসারে
রং ও রেখায় কুটিল দম্প
তবু তোর নামে আমরা এখনো মেলাই ছন্দ !

আর কিছু না

চোখের সামনে এত আঠা, গেল কোথায় একটা ফর্সা পা
ঈর্ষা জ্বলে বুকের মধ্যে, চোখ দেকে যায়, পা দেখি না
একটা ফর্সা পা

সেই বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল, তার ওপরে একটিবার চুমু
আর কিছু না। আর কিছু না। অমরত্ব খাটের নীচে লুকোয়!
কখনো দোলে, বিশ্ব দোলে, ঠাঁটের সামনে সমুদ্রের ঢেউ
মাথার চুলে নরম হাত গভীরে টালে, আরও গভীর, গভীর
অঙ্ককারে আয়না যেন, বিশ্বরূপ, তার ভেতরে এমন বাড়ি বাদল
আমাকে তবু যেতেই হবে, যেতেই হবে, গুহার মধ্যে একলা অভিযানে
নশ্বরতার এমন রূপ, হীরক দৃতি, চোখ ধীঁধানো রূপ
ফুল ফোটার মতো ক্ষণিক, শরীরময়, জীবনময় এমন ভালোবাসা
আর কিছু না, আর কিছু না, আমার এই আস্থাটিকু নাও!

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে

টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘূরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে
এই দুপুর, এই সঙ্গে, কেউ এলো বৃষ্টি ভিজে শপশপিয়ে
কেউ রোদ্দুর থেকে নিয়ে এলো ভেজা ভুক্ত, কেউ নিয়ে এলো
শীতকালের উৎসতা
প্রচণ্ড পরিপূর্ণতার মধ্যে হঠাতে এক নিমেষের কঠিন শূন্যতা
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘূরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে

সিডির মুখেই বাধা, ইসমাইলের কাছে ধার
ওপর থেকে একজন সাঁতারের সঙ্গীর মতন বললো, এত দেরি?
একটুকরো হাসি উপহার দিল অপরের প্রেমিকা
একটা ধোঁয়ার সুড়ঙ্গ আমাদের টানছে, তার ওধারেই যৌবনের গন্ধমাখা
বিকেল
মাথায় টেগবগ করছে সদ্য-পড়া বই, আমরা
পকেটে হাত দিয়ে খুচরো শুনছি

কেউ চামচে দিয়ে তুলে খাচ্ছে বিনা পয়সার চিনি
দুনিয়ার কত বাচ্চা এখনো দুধ খেতে পায় না, তাই তিন কাপ ইনফিউশান,
দুটো ফল্স

সমাজ বদলের দুরস্ত স্থপ্ত সব কিছুতেই স্বাদ এনে দেয়
একলা দূরে বসে যে মাট্ট্র ওমলেটের অর্ডার দেয়,
সে জাহানামে যাবে
নতুন কাব্যগ্রন্থের আঠার ঘ্রাণ, হসন্তের মাত্রা নিয়ে তুমুল বিতর্ক
আঙুলে জলের রেখায় আঁকা হচ্ছে ছবি, যা কোনদিন মুছবে না
টেবিলগুলো জায়গা বদলাচ্ছে, ঘূরছে দেয়াল, আমরা বসে আছি
কফি হাউসের কেন্দ্রে...।

বীজমন্ত্র

খাবি তো খা, খা ! আর না খাবি তো
মরণ ঘৃম ঘুমো ! তোর মাথায়
চুমো দিয়ে এক্সুনি চাঁদ নামবে নরকে, ওঃ সেখানে
রোজ রোজ কত যে মিথ্যে ভোজ সভা হয়,
তুই কিছু জানলি না রে বোকা !

লোক না পোক, লোক না পোক, বিশ্ব-সংসারে
তুই একা ! যা পাবি খুটে খাবি
দেখার কিছু নেই, পেছনে ফিরলেই সব আড়াল
তুই জন্ম-চাঁড়াল, তোর লজ্জা কী, তোর
বীজমন্ত্র হলো বাঁচা !
তোর বীজমন্ত্র হলো বাঁচা !
তোর বীজমন্ত্র...

ଅଦୃଶ୍ୟ କୁସୁମ

তুমিও তোমার বন্ধু, বন্ধুদের তুমি
তোমাকে পেয়েছে এই মন্দু রাত্রি
তোমাকে পেয়েছে বনভূমি
নদীর নির্জনে পাওয়া অন্য তুমি, যেমন সকালে
যেমন আড়ালে
যেরকম স্মৃতি কুয়াশার সুস্থজ্ঞালে
প্রত্যেক আলাদা তুমি, আনন্দের ঝর্ণা তুমি,
বিদ্যুতের লতা
তুমি গভীরতা
তুমই তো পাথরের ঘূম
আমাদের নীরবতা তোমাকে উৎসর্গ করা অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...
অদৃশ্য কুসুম...

জুলতে থাকে আগুন

শুকনো নদীতে ছিল দুঃখ
 ভরা বর্ষায় শ্রোতের তোলপাড় দেখে
 ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
 সদ্যঞ্জাত জ্ঞানল গাছটি দেখলে ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
 এই মাত্র একটা শালিক ঠৌটের ঝাপটানিতে
 এক টুকরো খড় ফেলে গেল ভালোবাসার মন
 কিছু একটা টানে, সব সময় টানে
 ভেতরে-বাইরে শোনা যায় আসছি আসছি শব্দ
 একটা বোতাম ছিড়ে গড়িয়ে যায় অঙ্ককারের দিকে
 চশমাটা পড়ে আছে বারান্দায়, সে যেন কাকে দেখছে

একটা ছায়া-ছায়া নির্জন রাস্তা দেখলে
ভালোবাসার কথা মনে পড়ে
দুর একটি টিলার ওপরে লম্পু মন্দিরের মতন মিশে আছে

ভালোবাসা

মনে পড়ে, মনে পড়লেই বুঝে আসে চোখ
জ্বলতে থাকে আগুন !

মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে

হামবুর্গ শহরের অদূরে অটোবানে সংঘর্ষ হল দুটি গাড়ির
একটি গাড়ি থেকে ছিটকে, লঙ্ঘণ হয়ে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল
উড়িষ্যার একটি নারী
গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে রক্ত, প্রতিমার মতন ভূর-আঁকা, স্বর্ণময় মুখখানি
ডুবে গেছে ঘাসে
আকাশ তখন বর্ষণ করছে অঙ্গকার, মাটিতে তৈলাক্ত আগুন
নিম্পন্দ শরীরে শুধু ছটফট করছে দুটি পা
উড়িষ্যার রমণীটির বিলীয়মান চেতনার রেশ রয়ে গেছে দুটি পায়ে

ময়ুরভঞ্জের এক বাগানে খেলা করত এক কিশোরী
পুকুর থেকে উঠে এসে জল ছাপ দিতে দিতে সে চলে যেত বাথরুমে
ঐ পায়ে
কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতন তার পায়েও সহজাত ঘৃঙ্গুর
ভোরে ফুল তুলতে এসে তরুণ সূর্যকে সে দেখাত তার অঙ্গ বিভঙ্গ
তার আঙুলে লীলাকমল, শুরিত ওষ্ঠাধরে লোধ-লাস্য
একদিন সে কোনারকের সুরসুন্দরী হয়ে উঠে এল মধ্যে
তারপর মঞ্চ তার পৃথিবী
তার পায়ের ছন্দে রাচিত হল মঞ্চ
তার কোমরের খাঁজে সাপের মতন জড়িয়ে রইল সুর
তার দুই স্তনের মাঝখানে দোলে ত্রিতাল

উড়িষ্যার সেই মেয়েটি জার্মানির অট্টহাসময় জীবন থেকে
একটি জ্বলন্ত উষ্কার মতন ছিটকে পড়ল রাস্তায়
এখনো একটু একটু কাঁপছে তার দুটি পা
সদ্যোজাত বাচুরের ধূতনির মতন তার গোড়ালি
কোজাগরী রাতের লক্ষ্মীর মতন তার পদতল
অসংখ্য চুম্বনযোগ্য পদপল্লব যেন রাঙা ভাঙা চাঁদ জড়ানো

সূর্যাস্তের প্রথম ঝলকের মতন তার চোখের রং
তার দুটি পা, তার দুটি পা
মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের সামনে এসে...

ওঠো, কল্যা, ওঠো!

প্রতিদ্বন্দ্বীরা

আমি বন্দুক-পিস্তল ছুঁইনি কখনো, কিন্তু কোনো একসময়
নিশ্চয় আমার হাতে একটা তলোয়ার ছিল
মাঝে-মাঝে আমার ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়, বাঁ হাতটা পেছনে নিয়ে
আমি একটু ঝুঁকে দাঁড়াই
তখন কারুকেই আমার ঠিক যোগ্য প্রতিপক্ষ মনে হয় না।

পুরনো তলোয়ারখানা ঝুলে আছে ভাঙা বাড়িটায়
সিঁড়ির পাশের দেয়ালে
টিকটিকি পেছাপ করে দেয় তার ওপর
খাপখানা মচে পড়ে ঝুরঝুরে
নিলামওয়ালা প্রায়ই এসে ঘুরে যায়, ভাঙা ঝাড়লাঠন আর
রেলিঙের কাস্ট আয়রনের কল্কাণ্ডুলো দেখে
আমি নিজের ডান হাতখানার দিকে তাকাই
চামড়ার নিষ্কলুম, আঙুলের গাঁটে গাঁটে ঠিকঠাক জোর আছে
এখনো তুলে ধরতে পারি না এই অস্থিখানা?
কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা কোথায় গেল? তারা কি লুকোলো
মিছিলে কিংবা ফাটকাবাজারে
হঠাতে অন্তরীক্ষে শুনতে পাই একটা ওঁ শব্দ, কিসের যেন প্রতিধ্বনি
বনজঙ্গল ও মরুভূমি আমাকে এক পলকের জন্য দেখায় বিশ্বরূপ
তখনই টের পাই আমি অনেক আগেই হেরে ভূত হয়ে আছি স্বেচ্ছায়
বাতাসের ঝাপটা লাগে মুখে, আঃ, হেরে যাওয়ার মধ্যেও
এত আনন্দ...

নিজের মাথার বালিশ

তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিও না, দেশ-টেশ সব বাজে কথা
দ্যাখো, অঙ্ককারের জাদুকর কাচপোকার টিপ দিয়ে

মোহর বানাচ্ছে

পায়রাগুলো হাঁড়ুর হয়ে চুকে যাচ্ছে গর্তে
দ্যাখো, রক্তের নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা হাঁস, তার গায়ে
একটা ছিটেও লাগেনি

দ্যাখো, কালকের শেয়াল হঠাতে আজ কী করে হয়ে গেল বেড়াল
ওদের কোনও দেশ নেই
নারীর গর্ভে যখন জ্বর হয়ে ফুটেছিলে, তখন তোমারও কোনও
দেশ ছিল না

সার সার অঙ্ক ফৌজ কুচকাওয়াজ করছে পাহাড় সীমান্তে
ওদের অঙ্কগুলো কোনও দেশ চেনে না
মৃত্যুও কোনও দেশকে চেনে না
তুমি চোখ মেলেছিলে প্রকৃতির মধ্যে, প্রথম দেখেছিলে আকাশ
তুমি জীবনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, বাজে কাগজের ঝুঁড়িতে
ফেলে দিও না তোমার প্রাণ !

কত রকম রঙ গুলে লেখা হয়েছে দেশাঞ্চাবোধক গান
সেই সব গানের উন্নাদনায় চাঙ্গা হয়েছে ছুরি-বন্দুকের কারখানা
হাওয়ায় উড়ছে মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের হাসির ফুলকি
যারা লালকেঁপার মাচায় দাঁড়ায়, যারা মনুমেন্টের নীচে
দেশের নামে গরম গরম থুতু ছেটায়
যারা ভবিষ্যতের চোখ ধাঁধানো স্বপ্ন দেখিয়ে তোমার প্রাণ বলি চায়
দ্যাখো, তারা কত যত্নে মুড়ে রাখে নিজেদের জীবন
তাদের সন্তান-সন্ততিরা থাকে দুধে ভাতে, তোমার বংশধরেরা
হা-ঘরে হয় হোক

তুমি রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমারই মতন একজনকে
মারলে কিংবা নিজে মরলে
শুধানে কোনও দেশ নেই
তুমি এক মিছিলে থেকে আর একটা মিছিল ভাঙতে গিয়ে
ছিমিভিন্ন শরীরে লুটিয়ে পড়লে মাটিতে

ওখানে কোনও দেশ নেই
যারা হাততালি দিয়ে তোমাকে বলছে, যাও, যাও, আগুনে ঝাঁপ দাও
তারা একটু পরেই চলে যাবে ফুলের বাগানে
তুমি প্রাণ দিও না, নিও না, দেশ-চেশ সব বাজে কথা
মৈত্রীর প্রগল্ভতার উন্নতে যাঞ্জবল্ক্য কী বলেছিলেন মনে নেই?
সামান্য একটা দেশের জন্য তুমি পথিবীকে ছাড়বে কেন
নিজের বিছানার প্রিয় মাথার বালিশটার কথা মনে পড়ে না?

শব্দ ভাঙ্গে

এমন বাড়ি, দেওয়াল ভরা গর্ত
সবাই আছে জেগে
এখানে কাঁপে ইহকালের মর্ত্য
প্রবল ঘূর্ণিবেগো।

সুন্দরের বিসদৃশ আয়না
ঘূরছে হাতে হাতে,
অলিন্দের আড়ালে কেউ যায় না
স্তুতি মধ্যরাতে।

ধূলোয় ফুল, আকাশমুখী শিকড়
বাগান এত দীন
জীবন থেকে ভালোবাসার শিখর
জনসভায় লীন।

কথার ঝড়ে কে যে কাকে থামায়
কে কোন নামে ডাকে
শব্দ ভাঙ্গে, শব্দের ঘূম আমায়
টানছে কুষ্টিপাকে।

উদ্যত ছুরি

অনেকখানি খোলা আকাশের নীচে, মেঘলা, একলা

তুমি

শেষ কবে বসেছিলে ?

তেমন দিন মনে পড়ে না ?

ওগো অম্বতের পুত্র,

তোমার সারা গায়ে ডিজেলের ঘোঁয়া

আর কারখানার কালি !

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাপাদাপি করেছো কোনোদিন ?

করো নি ?

নামো নি নদীর জলে ?

ওগো আদমের আঘজ,

তোমার শরীরে এখন ক্লোরিনের গন্ধ

তোমার পোশাক থেকে ঝুরঝুর করে

থমে পড়ে

লিচিং পাউডার !

নিজের হাতে

একটা গাছ কখনো

পুঁতেছো মাটিতে ?

ছিঃ, সারাজীবন ধরে এত ফলমূল খেয়ে এলে

তার ঝণ শোধ করলে না ?

বাতাসের কাছেও তুমি ঝণী

তুমি বাতাসকে হত্যা করতে চেয়েছো

সবুজ আলোর মতন অরণ্যগুলি তুমি সৃষ্টি করোনি

ধৰংসে মেতে উঠেছো

তুমি বুনো ফুলের ঝাড়ে আঞ্চন লাগিয়ে

সেখানে বসিয়েছো ইটভাটা

তুমি নিসর্গের সঙ্গীত

ঢেকে দিয়েছো হাজার রকম চাকার শব্দে

ওগো স্বায়ত্ত্ব মনুর সন্তান

একটু থামো

একবার তাকাও নিজের দিকে

তোমার হাতে উদ্যত ছুরি

সেই বিদ্যুৎবর্ণ মোহময় ছুরি তুমি বসিয়ে দিতে চলেছো

তোমার আপন প্রপৌত্রের বুকে !

ডানা-বদল

সকাল বেলায় সেই দৃত এলো আমার কাছে
বললো, সময় হয়েছে, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবো, একটু ঘুর পথে যেতে হবে

আমি তাকে বললুম, বৎস, একটু বসো

এখনো দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়া হয়নি

বাইরে কী বিষম বৃষ্টি, বড় উড়িয়ে নিছে দিগন্ত

এরকম সময়ে বিমানও ওড়ে না

তোমার ডানা গুটিয়ে বসো এ চেয়ারে !

এসো বরং কিছুক্ষণ তিন তাস খেলা যাক

সঙ্গে কিছু খুচরো এবং ক্যাশ আছে তো ?

মানুষ এসব সঙ্গে নিয়ে যায় না জানি, তবু

খেলতে ক্ষতি কী ?

কিংবা চলো একটু পায়ে হেঁটেই ঘোরা যাক শহরে

তুমি ও আমি দৌড়োলে

কে জয়ী হয় তা দেখতে হবে

তুমি ওপারের দৃত বলেই যে বেশি সুবিধে পাবে

তা ভেবো না !

চলন্ত বাসের পাদানিতে তোমার ও আমার মধ্যে

কে আগে পা রাখতে পারে

সে খেলাটি কি তোমার পছন্দ ?

তুমি আমার কাঁধে চড়লে আমি তোমাকে নিয়ে

ডিগবাজি খাবো

অথবা যদি পুকুরে সাঁতারের খেলা খেলতে চাও

তুমি ডুবে গেলে আমি টেনে তুলবো

আমি সাপের ছোবল খেতে খেতে ছুঁড়ে দেবো

তোমার গায়ে

ওগো দেবদৃত, তোমার মৃত্যুভয় নেই, তাই মুখ

এমন নিষ্পাণ বরফের মতন সাদা

রাস্তায় হঠাত হঞ্জা ও সোরগোল উঠলে

দৌড়োবার কী মধুর রোমাঞ্চ, একবার দেখে যাও অস্তত

আমাদের দুজনের খুনসুটি

সঙ্গে বেলায় ফর্সা আলো এনে দেবে !

আমরা দুজনে একসঙ্গে যাবো একটি নারীর কাছে

ওহে তুমি বেশি সুযোগ নিও না ।

অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিও না, খুঁজে রাখো গজমতির মালা
ছদ্মবেশ ধরো, ঠিক আমার মতন, যেন আমার যমজ
তারপর দ্যাখো সে কার দিকে চেয়ে হাসে,
কাকে দেয় আঙুলের স্পর্শ
তার বেশি কিছু চেও না, তুমি বন্দি হয়ে যাবে
আমি পথ খুঁজে পাবো না একা
দ্যাখো এই সেই নারী, এই মায়া, এই ভালোবাসার মোমপুতলী
শুনতে পাচ্ছ বর্ণার শব্দ ?
তোমার কপালে কেন ঘাম, কান কেন রক্তিম ?
দেবদৃত, দেবদৃত; সময় হয়ে গেছে
থেমে গেছে বৃষ্টি, আকাশে এখন হীরক দৃতি
তুমি কি মেতেছো খেলার নেশায়
আঙুলের স্পর্শের বেশি আর চাও আগনের শিখা
সে আগনে পুড়ে যাবে তোমার ডানা
চতুর্দিকে ফুটে উঠবে কুর্চি ফুল
দেবদৃত, তোমার চোখে জল কেল
আমি তো তৈরি হয়েছি
এই দ্যাখো খুলে ফেলেছি সব মোহ
এই দ্যাখো বিদায় দিয়েছি সব বাসনা
আর দেরি নয়, আর দেরি নয়

সব কিছু অসমাপ্ত না রেখে গেলে
কোনো সুখ নেই, চলে যাওয়ার উন্নেজনা নেই
তুমি এখানে নির্বাসনে থেকে যাও
থাকো, থাকো, ধূলো থেকে খুঁটে থেতে শেখো
জুতো মুখে করে নিয়ে যেতে কেমন অপমান লাগে

একবার দ্যাখো
প্রেমিকার ঠাঁটে মুখ দেবার মুহূর্তে কে
বজ্রমুষ্টিতে টেনে ধরবে তোমার চুল
একবার বুঝে নাও, চোখের জল চাটো
আমাকে খুলে দাও তোমার ডানা
আমি শূন্যে উড়ে যাই !

অপু

অতসী ফুল-রঙা ভোর, দূরবীনের উল্টো পিঠ দিয়ে
দেখার মতন ছোট্ট রেল স্টেশন
ট্রেন চলে গেল এই মাত্র, হাতে একটা ব্যাগ, প্ল্যাটফর্মে
আমি
আর কেউ নেই, পাশের আবছা লাল রাস্তাও নীরব
আমার কোথাও যাবার তাড়া নেই
ক্রমশ আমার বয়েস কমতে থাকে, রোগা-পাতলা
হয়ে আসে শরীর, ছবির মতন জামা-প্যান্ট
বদলে যায়, হ-হ করে ছোট হতে হতে
একলা আমি, মনে হয় আমিই অপু
দাঁত দিয়ে ঠাঁট কামড়ে ধরেছি কেন, চোখ ফেটে
জল আসছে
এখানে কেউ আমাকে দেখছে না
একদিকে মা, অন্যদিকে বস্তুজগত আমাকে টানছে!

সে আর ফিরলো না

কাঠের আঞ্চল নিবু নিবু, গোল হয়ে ঘুমে হেলে পড়েছে সবাই
ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই
শীতের আকাশ থেকে খসে পড়ছে একটি তারা, ঘুরতে ঘুরতে
থেমে গেছে সব গান, একতারা-মৃদঙ্গের ওপর খেলা করছে বাতাস
এই নীরব শূন্যতার মধ্যে নদীর ধারে

জল ফেরাতে গিয়েছিল

এক কল্যা

সে আর ফিরলো না!

কে আর তাকে মনে রাখবে
দু' বছর পাঁচ বছর বড়জোর
আকাশে কোনোদিন মালিন্যের দাগ পড়ে না
আকাশের বয়েসও বাঢ়ে না
শুধু এক বাজে-পোড়া তালগাছ অন্তরীক্ষের সঙ্গে

কথা চালাচালি করে
একজনের বিছানায় অন্য কেউ এসে শোয়
বালিশে অঞ্চল দাগ
এবারের বর্ষায় নদীর জলে খেলা করে চাঁদ
নদীও তাকে মনে রাখেনি !

শুকনো ঘাসে চচড় শব্দ হচ্ছে
এমনই ক্রোধের মতো রোদ
তারই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কুন্দকলি
আকাশ থেকে খসে-পড়া নক্ষত্রটির প্রতিবিম্ব...

সাদা দেওয়াল

সাদা দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কি নিজেকে প্রশ্ন
করে না
কোথায় সাদা দেয়াল ? সব দেয়ালে রক্তের ছোপ !
খবরের কাগজের কালো অক্ষর থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত
মানুষের বুকে মানুষ ছুরি বসাচ্ছে, এই তো প্রতিদিনের
ইতিহাস
দুরপাণ্টার টেন ছুটে যাচ্ছে, হঠাৎ কেউ উপড়ে নেবে
লাইন
জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে ঢোখে পড়ে হরিৎ প্রান্তরে
জীবন নিয়ে আপ্তুত চাষা ও তার মষ্টর বলদ
বাজপোড়া গাছটিতে বসে আছে বহুবর্ণ মাছরাঙা
শান্তশিষ্ট জলাভূমিতে মেঘের ছায়া
সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেতে দোল খাচ্ছে সবুজ ঘাস ফড়িঃ
ট্রেনের যাত্রীরা কেউ বালমুড়ি খাচ্ছে, কেউ ডুবে আছে
রহস্য কাহিনীতে,
কারুর কারুর ঢোখে আঁকা বালকের কৌতুহল
তবু এই সুন্দর ও চিরাচরিতের মধ্যেও রয়ে গেছে রক্ত-
লোভুপের দল
রথী মহারথী যাঁরা ঘুমোচ্ছেল এখন বাড়িতে, তাদের
রক্তগরম করা কথায়
যখন তখন প্রাণ দিতে পারে দু-দশটি মানুষ

সব মানুষই ঈশ্বরের প্রতিবিষ্ট যারা বলে, তারাও
 মানুষ মারে
 মানুষ মানুষকে মারে, আর কেউ না। মানুষই
 মানুষকে মারে
 নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব সাদা দেওয়াল
 যারা অপরকে কষ্ট দিয়ে অনেক কিছু ভোগ করে যায়,
 তারা
 জীবনে অস্তত একটা সুখের সংস্কার কক্ষনো পাবে না,
 অপর অচেনা একজন মানুষকে সুখী করার নির্মল
 আনন্দ !

মালা

আমার নিজস্ব শূন্যতা একটা মালা হয়ে দুলছে
 একটি মালা,
 একটি মালা, আমার স্বপ্নের সারাঃসার
 রেখা, রং ও আয়তনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার শূন্যতা
 তুমি নাও...

ছবি

শালিক পাখিটি বললো, ওঠো
 দেয়ালের টিকটিকি বললো, ও অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে
 জাগিও না
 বালিশের নীচে বই, ঘড়ির মতন থেমে আছে
 জানলায় বিন্দু বিন্দু জল
 আড়মোড়া ভাঙে রাজপথ, কড়-কড়াৎ শব্দে যায়
 তরকারির গাড়ি
 একটি মেঘ নিচু হলো, অন্য মেঘ দেশাস্তরে গেল
 বিছানাকে সমুদ্রের মতো করে ভেসে থাকে

সহাস্য কৈশোর ছেড়ে সদ্য আসা দুঃখের যুবতী
ঠাঁটে তার কান্না লেগে আছে
হাতের আঙুলে হাওয়া বললো তাকে, জাগো
দেয়ালের আয়না বললো, থাক
রোদুরের রং বললো, ঘুমের মধ্যেও ওর ঠাঁট কাঁপছে,
ছাপার অক্ষর বললো, কাঁপুক, কাঁপুক
আমি আছি!

কে কাকে টানছে

সিমলে পাড়ার ছেলে নরেন যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরে
হাটখোলার মোড়ে দুই নাটুকে মাতালের সঙ্গে তার দেখা
অমৃতলাল আর গিরিশ, রাত কাটিয়েছে বিমোদিনীর বাড়িতে
নিদ্রাহীনতায় ও নেশায় এখন চারটি চোখ লাল
বীয়ার পান করতে করতে গিরিশের ঠাণ্ডা লেগে গেছে, তাই
স্যাঙ্গৎকে দিয়ে ঝট করে আনিয়ে নিয়েছিল বী-হাইভ ব্র্যান্ডি
তখন ছইশ্চি ছিল ঘোড়ার ওষুধ, বনেদী মদ্যপায়ীরা ছুঁতো না
রাজনারায়ণ দণ্ডের ছেলে, কেরেন্সান কবি মাইকেল মধুর দেখাদেখি
সিগারেট টানা ইদানীং ফেসিয়ান হয়েছে
অমৃতলালের মুখে সেই আগুন, গিরিশের ঠাঁটে পান
নরেনকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলো দু'জন
গিরিশ খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো, আরে আরে অত হনহনিয়ে
কেথায় চললে ভায়া, ডুমুরের ফুলটি হয়েচো, দেখাই পাই না।
আজ পেয়েছি, আর ছাড়চিনিকো, চলো যাই, বিনির বাড়িতে ফিরি,
তোমার গান শুনবো, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলের গানও নাকি তুমি গাইচো
কেমন সে গান, রসে টইটম্বুর না ধর্মে মাখো-মাখো?

নরেন একটুক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর বললো, হাত ছাড়, গিরি, যাচ্ছি
দক্ষিণেশ্বর, এখন সময় নেই
গিরিশ ঠাঁট উল্লে অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, সেই পাগলা ঠাকুরটার কাছে?
সে তোকে কী দেয়?
চাকরি দেবে? সংসারের অনটন, জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচোবে?
ওসব বুজুর্গকি ঢের দেকিচি ভায়া, ওসব ছাড়ো, সুসময় অথবা বয়ে যেতে

দিও না। নরেন রংগ করে বললো, তুই শালা স্টেজে মাগী নাচাস,
তুই এসবের কী বুঝিব?

গিরিশও প্রমত্ত কঠে বললো, কী, আমি বুঝি না?

চৈতন্যদেবের নামে পালা নামাছি, দেখবি কেমন ফাটাবো
ভক্তির বন্যা বহুবে, অডিয়েল কান্নার সমুদ্রে ভাসবে!

চল, মহলা দেখবি, আজই তোকে আমরা চাই!

নরেন বললো, তুই চল দক্ষিণেশ্বর, তোকেও আমরা চাই!

গিরিশ নরেনকে টানছে বিনোদিনীর দিকে, মধ্যের ফুটলাইটের দিকে
নরেন গিরিশকে টানছে গঙ্গার উত্তর কূলে, পঞ্চবটীর প্রাঙ্গণে,

দিনের আলোর উৎসবে

কেউ কারুর হাত ছাড়িয়ে নিছে না,

তবু বিপরীত দিকে সমান টান

হঠাতে গজিয়ে-ওঠা নগর কলকাতা একাগ্র হয়ে দেখছে এই দৃশ্য

একদিকে মোহম্মদ প্রমোদ, অন্যদিকে রসে-বশে মুক্তি

একদিকে শিল্প ও আত্মক্ষয়, অন্যদিকে ত্যাগ ও পরার্থপ্রিয়তা

খুবই মন্দ ও অসন্তুষ্ট জোরালো এই পারম্পরিক আকর্ষণ

কেউ জিতবে না, কেউ হারবে না

এক সময় হ্যাঁচকা টানে এ ওকে বুকে জড়িয়ে নেবে...

অধরা

দু'আঙুলে নুন তোলার মতো একটুখানি
তাতেই যেন বিলিক দিল আঁধার ঘরে মানিক।

*

রাস্তা ভরা গুল্ম কঁটা, কমলবনে সাপ
তারই মধ্যে দেখি তোমার পায়ের জলছাপ।

*

নদীর ধারে শুয়ে থাকার রাত্রি শেষ, ভোরে
নীলরংমাল, শিশিরপাত, ঘাসফড়িং ওড়ে।

*

ধুলোর থেকে কুড়িয়ে নিলে হলদে পাখির পালক
ধুলোর মধ্যে হাসির ছটা, জলের মধ্যে আলো।

*

এক পলকে ভাঙলো কিছু, কেউ বলেনি কথা
শব্দ ঘুম, শব্দ জানে অন্য নীরবতা।

থেমে থাকা যাত্রী

শালুক-বিল ইস্টিশানে থেমে রইলো রাতের রেলগাড়ি
আমরা যারা হিল্লি-দিল্লি দিছ্বিলাম পাড়ি
একটি নয়, দুটিও নয়, সাত ষণ্টা দেরির
অস্ত্রিতায় জলে উঠলো শরীর
ছেঁড়া কাঁথার মতন কিছু অঙ্ককার, ভূতের মতন কয়েকখানা তাল
গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই, দিকশূন্য দূরের চক্রবাল
মেঘ খেয়েছে চাঁদ, আকাশ জুড়ে শুধুই ছাই
সব কিছুই অনড়, তবু বাতাসে যাই যাই।

কামরা থেকে নেমে একটু জুড়োই মনস্তাপ
গর্ত ভরা বর্ণা, পাশে ফুঁসে উঠলো সাপ
যাঃ যাঃ বলে সরে গেলাম, বোপের ধারে খানা-
খন্দ এবং গত রাতের মৃতপশুর গন্ধ, আর হয়তো রাতকানা
পাগল একটা রয়েছে উবু হয়ে
নষ্ট-ঘূমে এই সমস্ত সয়ে
হঠাতে ভাবি, যদি আমি হতাম কোনো সশন্ত্ব বিপ্লবী
ভিয়েতনাম বা বোলিভিয়ার, নয় সামান্য কবি
হাতে একটা মেশিন গান, মাথার মধ্যে পবিত্র এক ক্রোধ
ক্রেন ডাকাতি-ফাকাতি নয়, বরং যারা এমন গতিরোধ
করেও যে-যার ঘরে ঘুমোয়, তাদের গৃহস্থালি
লণ্ডনগুলি করে দিতাম গুলির ঝাঁকে, শুধুই জোড়াতালি
দিয়ে যারা দেশ চালাচ্ছে তাদের মুখে দিতাম দুই লাথি
এবং আমার সঙ্গী হতে সুনিশ্চিত পেতাম অনেক টনকো-যুবা সাথী।

রাত্রি জাগা বিরক্তিতেই মাথায় ঘোর চিন্তা এই সমস্ত
আসল যারা বিপ্লবী, সব ঘর গুছোতে ব্যস্ত

যে-যার পাতে বোল টানছে, শুরুৎ শুরুৎ শব্দে কান ফাটে
যারা স্থপ্ত দেখিয়েছিল, তাদের কেউ নেই কোনো তল্লাটে
আমি নিছক শব্দ ছানি, কলম দিয়ে ছেটাই শুধু কালি
নিজের মুখেও লেগেছে তা, তবুও দিই নিজেকে হাততালি
যাকগে ওসব, যা চলছে তাই চলুক আমার কিসের মাথাব্যথা
মাথাটাকে ফাঁকা করাই এখন আসল কথা
বরং অঙ্ককারের ঐ বিড়ি ধরানো পাগলটার পাশে
খানিক গিয়ে বসাই ভালো, পাগলরাই আসল সৎ, অবিচলিত
সকল সর্বনাশে !

সুন্দরের মন খারাপ

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
অঙ্ককারে ফুলকি ওড়ে, বারুদ মাখা বাড়
চতুর্দিকে এত পাখির ভাঙা কঠস্বর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর
নদীকে খায় শুকনো পথ, প্লাবনে ভাসে ঘর
মলিন রঙ, লীন রেখা, ক্লিষ্ট অঙ্কর

সুন্দরের মন খারাপ, মাধুর্যের জ্বর...

সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান

বিকেলের সাদা মেঘে নির্জন বিমান
ভেসে যায়
রায়চৌধুরীদের ভাঙাচোরা পুকুরঘাটের শেষ ধাপে
ছেট বউ পা ধূচ্ছে, দুঃখী কুমারীর মতো পা
বিমানের ছায়া তাকে খায়।

সাদা মেঘ, নির্জন বিমান, সাদা হাওয়া
কেউ কেউ দ্যাখে
অনেকেই দেখতে পায় না, যে রকম নলহাটির বামন বৈরাগী
লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, একা একতারায়
বেজে ওঠে স্বরের পঞ্চম
হঠাতে বুকের মধ্যে শুমরে ওঠে বাপ-পিতামহ
শিংশপা গাছে দুলছে যম।

এখানেই ছিল বাচ্চা বয়সের গুপ্ত খেলাঘর
চিহ্ন পড়ে আছে
মালবিকা শুয়ে ছিল, প্রথম মেয়েলি দ্বাণ তুলে দিল হাতে
চূর্ণ চূর্ণ ভালোবাসা আগাছা-ফুলের থেকে রেণু
আগুনের সঙ্গে চেনা হলো
জলের ভেতরে যুদ্ধ, আগুনে ও জলে
এখানেই বার বার হেরে যাওয়া, বার বার জয় অভিযান
এখন অস্পষ্ট কিছু ছায়া
সাদা মেঘ, সাদা হাওয়া, নির্জন বিমান।

ଆবତ୍ତାଯାମୟ କେଳାର ମାଠ

ନା-ଲେଖା କବିତାଟିର ଏକଟି ଶବ୍ଦ ହାରିଯେ ଗେଲ ଆଜ ବିକେଳବେଳା
ଯେମନ ଭାବେ ମହାକାଶେ ନିରୁଦ୍ଧେଶେ ଯାଇ ଅଞ୍ଚଳୀକ୍ରେ ନାବିକ
କିଂବା ଏକଟା ଧ୍ୟାସଫୁଲକେ ନା ଛୁଟେଇ ଉଡ଼େ ଯାଇ ପ୍ରଜାପତି
କିଂବା ଏକଟା ଢେଉ ତୀରେ କାହେ ପୌଛେବାର ଆଗେଇ ଭେଙେ ଯାଇ
ସେଇ ମୁହଁରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟିଟି ଆମାର ଜୀବନର୍ବସ୍ଥ, ତାକେ ନା ପେଲେ
ଆମି କୋଥାଯ ଯାବୋ ?

ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଏତ ମାନୁମେର ଭିଡ଼, କେଉ ବୁଝବେ ନା ଆମାର କୀ ଖୋଜା ଗେଛେ
ଏକଟି ଶବ୍ଦ, ଏକଟି ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଚାର ଅକ୍ଷରେ
ହେ ବଣ୍ଟି-ଭେଜା ମାଦିକ ବିକେଳ, ତୁମି କେଳ ତାକେ ହସଣ କୁରାଲେ ?

তখন আমি সেই বিকেলের নামে মামলা দায়ের করি
দেবী সরস্বতীর আদালতে
হংসেশ্বরী হয়ে তিনি বীণা হাতে নিয়ে বসে আছেন

রাজভবনের পেছনের পটভূমিকায়
অনবরত ট্রামের কর্কশ আওয়াজ ও বাসের বিশ্রী ধোঁয়া তিনি মুছে দিলেন
হাতের এক ইঙ্গিতে

পূরবী রাগিণীর সুরে তিনি হাসলেন
নিজেকে সুন্দর রাখার চেষ্টায় তিনি এতই ব্যস্ত যে শুনলেন না
কোনো আর্জি

বিকেলটিকে বেমালুম খালাস করে দিয়ে তিনি বললেন, সমৃদ্ধে যাও
আমাকে বললেন, তুমই তো আসল আসামী, নাও দণ্ডজ্ঞা
চার অক্ষরের বদলে তোমাকে সেই তিনি অক্ষরের
শব্দটি বসাতে হবে, মনে আছে?

হঠাতে বজ্জের গন্তীর গর্জন, বড় বড় ফৌটায় বৃষ্টি আর
আসল অঙ্গকার শূন্য করে দেয় জন পদবী
আমি একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, কৈশোরের ছবি ভেঙে যায়
সেই তিনি অক্ষর? কোন্ তিন? মধ্যে যুক্ত বর্ণ আছে কি?
ছন্দ ভেঙেও বসানো যায়?

না-লেখা কবিতাটি একটি জোনাকি হয়ে উড়তে থাকে
আবছায়াময় কেঁজ্বার মাঠে...

সীমান্ত কাহিনী

এই পাহাড়ের আড়ালেই একটা অন্যদেশ
সে কথা কি এই পাহাড় জানে?
জঙ্গল ছিড়ে ঝুঁড়ে নেমে এসেছে এক পাগলা ঝোরা
সমতলে গিয়ে সে নদী হবে
তারও ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে
দু'দেশের সীমানা
পাগলা নদীটি তা কিছুই জানে না
গাছগুলি পরম্পরার প্রতি স্পর্ধা করে উঠে যায় আকাশের দিকে
তারা মাধ্যাকর্ণ মানে না
তারা সীমান্তরক্ষীদেরও চেনে না
একটা অঙ্গকার খেলা করে আলোর মধ্যে

আর অঙ্ককারকে ধরে রাখে এক বিন্দু আলো
একটা বাতাস পাখিদের নিয়ে যায়
একটা পাখি ঝড়কে সঙ্গে করে আনে...

নদীতে ভাসে তৃণখণ্ড, ডালপালা, কাঁটা বোপের ফুল
পাশ দিয়ে হেঁটে আসে মানুষ
রোগা মানুষ, ন্যূজ মানুষ, শিশু মানুষ, শিশুর জন্মদাত্রী মানুষ
হাঁটু ভাঙা মানুষ, চামড়ায় শ্যাওলা জমা মানুষ
নীরব, সম্মত, উদরে খিদের মশাল-জুলা মানুষ
তাদের মাথার ওপরে ইতিহাসের বাতাস
তাদের পায়ে পায়ে প্রাণৈতিহাসিক যায়াবরদের
পথভ্রান্ত ভুলছন্দ
তারা পিছনে তাকায়, তারা সামনে দেখতে পায় না
তাদের অতীত ভেঙে তচ্ছচ হয়ে গেছে
তাদের ভবিষ্যৎ নেই
বৃক্ষগুলি স্থির, বাতাস এখন বন্ধ,
মাটিতে কোনো আভা নেই, আকাশে নেই দৃতি
এরই মধ্যে দিয়ে আসছে কালো কালো রেখা ও বিন্দুর মতন মানুষ
মানুষের কাছে পরাজিত মানুষ
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে ছমছাড়ার দল
এক সময় তারা অবসন্ন হয়ে থামে
ত্যাড়াবেঁকা পুতুলের মতন ঘূমিয়ে পড়ে...

যেখানে শুন্যতা ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে বসতি
সেখানে রাত্রিগুলি দিন হয়, দিন থেকে রাত
সেখানে জন্ম-মৃত্যু ছেলেমানুষের মতো
হঠাৎ হঠাৎ আসে যায়
সেখানে হাসির মধ্যে খেলে যায় কান্নার বাতাস
কান্নার মধ্যে মিশে যায় হাসির জলপ্রপাত
সেখানে খুদকুঁড়ো দিয়ে তৈরি হয় পরমাণু
সেখানে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শিশু মহানন্দে পান করে
স্তন্যের বদলে ধূলো মাখানো স্বেচ্ছ
তারই মধ্যে এক একদিন বন কাঁপিয়ে আসে বনের রাজা
কুঠার হাতে আসে কাঠ ব্যবসায়ীরা
রাইফেল হাতে নিয়ে আসে মানুষ শিকারি দল
ট্রাক বোঝাই করে কেউ কেউ নিতে আসে যাবতীয় মূল্যবোধ

বিদ্যুৎ তরঙ্গে কথা চালাচালি হয় এদেশ থেকে ওদেশে
প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মাথাব্যথার কাহিনী ছাপা হয়
সচিত্র, নানা রকম ভাষার খবরের কাগজে
রাজনীতির রঙ্গকর্মীরা উচ্চাসনে উঠে গলা ফাটান
কেউ কেউ সঙ্গের দিকে চুপি চুপি আসেন
গণতন্ত্রকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কাগজের বেলুন বানাবার জন্য
আবার এইসব কাগজপত্র ছিড়ে খুঁড়ে কিছু কিছু নারী
চলে যায় মরুভূমির দেশে
একাধিক রাজধানীতে দাবি ও প্রতিবাদ লোফালুফি হয়
হঠাৎ ছুটে আসে ঘূর্ণিঝড় কিংবা বন্যার ঢল
শকুনের মতন মাথার ওপর ঘুরতে থাকে আকাল
কিংবা সবার অজান্তে এসে পড়ে বুনো হাতির পাল
তাদের সারল্যমাখা মুখে কোনো হিংসে নেই
তাদের বাংসরিক পথ খুঁজে নেওয়া পায়ে কোনো ধ্বংস-সাধ নেই
তবু সব কিছু লগুভগু করে তারা দূরান্তে মিশে যায়...

নদীর ধারে পড়ে আছে দু'একটা ছেঁড়া কাঁথা
ভাঙা শানকি, তোবড়ানো টিনের গেলাস, খুঁটি বাঁধার দড়ি
আর কেউ নেই
শূন্যতাকে গ্রাস করেছে শূন্যতা, ঝিমঝিম করছে স্তৰ্কতা
গাছ থেকে খসে পড়ে পাতা, শিকড়গুলি নামে আরও গভীরে
অরণ্য জেগে আছে অরণ্যের নিয়মে
পাগলা ঘোরার জলে শুধু প্রতিবিস্তি হয়ে আছে
একটা আলো, একটা অলৌকিক আগুনের ছায়া
মানুষের উদরের খিদের মশাল...

দরজার আড়ালে

দরজায় ঘনবন শব্দ হলে ছুটে যাই
বাইরে কে ?
অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া বক্স, না কোনো ফেরিওয়ালা ?
অস্পষ্ট আলোয় ঠিক চিনতে পারি না
একটুখানি হাসিমাখা মুখ

এ কি বহুকালের দূরত্ব না জামর়ল গাছের ফুল
এখনে অঙ্ককার থাকার কথা নয়, তবে কি চশমার ধুলো
আমি যাকে চিনতে পারছি না, সেও আমাকে চেনে না?
দরজার বাইরে তুমি কে?
বনবন শব্দে আনন্দের ঘূর্ণি উঠেছিল আমার শরীরে
যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার ছুটে গিয়ে দেখার কথা
একটু ফাঁক করা আড়াল, অথচ এত সুন্দর
কোনো এক ঝড়—গোধূলিতে হাত ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কারুর সঙ্গে?
বাচ্চারা খেলছে নীচের উঠোনে, পাখির মতো তারা হাসছে
সিডি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুছে যাচ্ছে পেছনের দেয়ালগুলো
শুধু একটা দরজা, এ পাশে আমি
ও পাশে তুমি কে?

রূপকল্প

দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া রাস্তার ধারে দু'হাত তুলে
ডাকছে একটা গাছ
একজন বন্দি মানুষ জল চাইছে?
ফিরে যাওয়া যায় না
মিলিয়ে নেওয়া যায় না রূপকল্পটা
কচুরিপানার ওপর মৃদু বাতাস
এক নৌকাকির নর্তকী উর ধুচ্ছে ওখানে
তার খলখল হাসির শব্দ নিয়ে
উড়ে গেল এক ঝাঁক শালিক
কাঁটা বাবলা ঝাড়ের তলায় কার
একটা ছেঁড়া জামা
একটা অকেজা বাঁশি
ওখানে গুপ্ত ধনের মতন রয়েছে এক
ট্র্যাজিক কাহিনী
যদি ফিরে যাওয়া যেত
শুকনো ঘাসের ওপর নিশ্চিত দেখতে পেতাম
ফৌটা ফৌটা চোখের জল
বাঁক ঘুরে গেল রাস্তা সাদা রোদুরে...

তস্য গলি

মনে পড়ে সেই সব গলি-যুঁজি শুরু আছে, শেষ নেই
গুলি সুতোর মতন শুধু খুলে যায়, সেখানে পাঁচফোড়নের
গন্ধ, ঢাকা বারান্দা
থেকে কেউ ছুঁড়ে দেয় কাঁঠালের ভূঁতি, বাঁশের খাঁচায়
পোষা ময়না
কৃষ্ণ কথা কয় অতি কর্কশসুরে, একতলা থেকে
তিনতলায় কেউ কারুকে
তার চেয়েও উঁচু গলায় ডাকে, এক রক থেকে আরেক
রকে লাফিয়ে যায়
হলো, জানলার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকা এক বন্দিনী
রাজকন্যার কাজল
টানা চোখ, সেই চোখে দূর প্রতিবিহিত অঙ্গ।
কোনো কোনো বাড়ির দরোজা
মাসের পর মাস বন্ধ, একটা বড় তালার চারপাশে
মাকড়সার জাল, আবার
কোনো কোনো বাড়ির দরজা হাট করে খোলা
ভেতরে কোনো জন-মনুষ্যের শব্দ নেই,
শুধু ধূলোয় রয়েছে পায়ের ছাপ আর ভাঙা আয়নার কাচ
হঠাতে দুপদাপ করে
দৌড়ে গেল একদল ছেলে। ঘুড়ি ধরার জন্য তাদের চোখ
আকাশের দিকে যদিও
এই গলি থেকে আকাশ দেখা যায় না, একটি মেয়ে
তারপরেই ধীর পায়ে
মিলিয়ে গেল অন্যদিকে। দেখলেই মনে হয় যেন সে
আজই ঝুক ছেড়ে
শাড়ি পরেছে, সে কেন চকিতে একবার ক্রুদ্ধ ভাবে
তাকিয়ে নিল আমার দিকে, কী আমার
দোষ কে জানে ! একটি বাড়ির চৌকাঠ গড়িয়ে আসে
জল, ভেতরে ঘেউ ঘেউ করছে
কুকুর, হঠাতে এক বৃদ্ধ হস্কার দিয়ে ওঠেন মা কালীর নামে।
তার ঠিক পরেই
দুদিকের দুই অলিন্দ থেকে দুই জমকালো শাড়ি
ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় পরনিন্দে, কলের
গানে ভেসে আসে কানা কেষ্টের কীর্তন, সেই সঙ্গে

কোন বাচ্চা পড়য়া পাঞ্জা দিয়ে
 মুখস্থ করে পাণিপথের যুদ্ধ, নিচু পাঁচিলের ওপর
 গোলা পায়রাদের প্রেম,
 মাথার ওপর ঝন্ট ঝন্ট করে নিঃসঙ্গ চিলের ডাক...
 গলি ত্রমে সরু হয়ে আসছে। ত্রমশই অঙ্ককার, তবু
 কেউ যেন হাতছানি দিয়ে
 ডাকে, পেছনে ফিরে তাকাতে গা ছমছম করে...
 তেপান্তরের মাঠ নয়, নাইরোবির
 জঙ্গল নয়, উত্তর কলকাতার গলির গোলকধাঁধায়
 আমি পথ হারিয়ে ফেলি,
 আমি ফিরে যাই কৈশোর থেকে বাল্যে, আরো
 পিছনে...

শেষমুহূর্ত পর্যন্ত

এসো
 এসো, ভালোবাসা দাও, দেরি
 হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, দাও,
 দাও, আঙুলের ডগা থেকে। এক্সুনি
 খসে পড়বে গাছের একটা পাতা, দাও, দাও
 ভালোবাসা। দু'হাত বাঢ়িয়ে দাও
 দেরি হয়ে যাচ্ছে
 দেরি হয়ে যাচ্ছে
 জাহাজ ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রে, দাও
 দাও ভালোবাসা, কাঙালি ভোজের শেষ খাদ্য কণা
 দাও, দাও
 ভুঁকুর সামান্য ভঙ্গি, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভালোবাসা,
 ভালোবাসা।
 আর কিছু চাই না, আর কিছু না, দাও, দাও
 একটা জলস্তুত ভেঙে পড়বে এক মুহূর্তে
 একটা ঝড় নিভে যাবে এক ফুঁয়ে, দাও
 সমন্ত শরীর ভরে
 শরীর ফুরিয়ে গেলে ইথার-তরঙ্গে,

শুশ্রূষায়
দাও, দাও, যবনিকা নেমে আসছে
শব্দ ডুবে যাচ্ছে শব্দের অসীমে
আকাশ ডানা মেলে ঝাঁপ দিল নীচে
দাও, দাও, আর সময় নেই
দাও ভালোবাসা, ভালোবাসা...

বাল্যস্মৃতির ঠেঁট

জানলার কাছে এসে বাপটা মারছিল একটা জারুল শাখা
তাকে বিদায় জানালাম
সে এক ভাঙা চাঁদের রাত
বড়-বাদল হচ্ছিল খুব, সে সব গত শতাব্দীতে খুব মানাতো
ওদের গর্জনে কান দিও না, এই বলে আমরা
টেবিলে তাস বাঁটতেই
শুরু হলো ভূমিকম্প
সেও তো কয়েকটা শতাব্দীর ওলোট-পালোটের গল্প
এমন কিছু না!

সেদিনের তাস খেলা ঠিক জমলো না,
আমরা সমুদ্রে গোলাম
কপাল ধূতে
সমুদ্র তখন সমুদ্রকে ছেড়ে উঠে আসছে
আকাশ তখন আকাশ থেকে উধাও হয়েছে
এসব কিছুই কিছু নয়, সভ্যতার মধ্যরাত্রে এমন অনেক কিছুই
ঘটে থাকে
আমি জ্যোৎস্নার সরলরেখার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতেই
জ্যোৎস্না দুলতে থাকে, ছিঁড়ে যায়, তার আড়ালের
এক মায়াময় দেশ

আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
আমি হেসে পিঠ ফিরিয়ে নিই
তখনই কী সুন্দর একটা সকাল ভাতের থালার মতন

বকবক করে সাড়া দেয়
শুনতে পাই প্রভাত ফেরীর কাঁচা কাঁচা গান
আমার বাল্যস্মৃতির ঠেট নড়ে ওঠে...

জন্মদাগ

কিংশুক থেকে খসে পড়ছে রং, এবার সাদা ফুলের পালা
সোনামুখী রেল স্টেশনের একটু বাইরে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি
আজ ট্রেন আসবে না
সদ্যস্নাত শালগাছগুলির শিখরে কিসের এত কোলাহল
কাকের বাসায় ডেকে উঠেছে কোকিলের ছানা ?
কেন এই কথাটা মনে পড়লো হঠাৎ
ওপরের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না
অনেকদিন কোকিলের ডাক শুনিনি
অনেকদিন এমন ছাউনিবিহীন ঘূমন্ত স্টেশনে একা দাঁড়াইনি
জুতো খুলে পা রাখি মাটিতে, একটা শুকনো পাতা বললো,
এসো—

ইস্পাতের রেখার ওপর ওপর ঠিকরে পড়ছে রোদ, বাতাসে
বাল্যকালের গন্ধ
লাল ধুলোয় খেলা করছে মৌলিক বন্তবিশ্ব
একটা অদৃশ্য সৃতোয় দোল খাচ্ছে অনাদি কালের বিন্দু বিন্দু উপাদান
আর একটু ঝুঁকলে, আরও গভীরে গেলে,
হয়তো আমি দেখতে পেয়ে যাবো
আমার জন্মদাগ !

কাঁটা

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটেছিল। টিটলাগড়ে আলপথে। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে পড়েছে। ‘তুমি ‘উঁ’ বলতেই আমি বললাম, দাঁড়াও, নড়ো না।
তোমার পায়ে আমি হাত দেবো, এ জন্য তোমার লজ্জা ! তোমার পা তো
ফাটা ফাটা নয়, লজ্জা কি ! তোমার পা কোদালের মতন বড় বিশ্বী নয়।

নরম এবং যতটা ছেট হলে মানায়। জাপানি মেয়ের মতন খুব নরম, খুব ছেট নয়, অবশ্য কোন জাপানি মেয়ের পা আমি এ পর্যন্ত হাতে ছুঁইনি যদিও।

আমি মাটিতে বসে, হাতে তোমার পা। তুমি দাঁড়িয়ে একটু বেঁকে, শরীরের ভঙ্গি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন। তোমার লাল টুকুকে চটি, পায়ের পাতাও লালচে।

কোথায় ব্যথা?

যেখানে কাঁটা ফুটেছে।

কোথায় কাঁটা?

আমি জানি না।

ঠিক, কাঁটার কথাটা আমারই জানা উচিত।

আমি তোমার পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম।

উঃ, দেখ, কোথায় কাঁটা!

এই তো দেখছি।

আমি সত্যই দেখছিলাম, দুহাতের মুঠোয় তোমার নরম যতটা ছেট হলে মানায় পায়ের পাতাটি ধরে টিলাগড়ের সেই অবনত সন্ধ্যায় আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। কাঁটা দেখিনি, দেখেছি গোলাপি সৌন্দর্য। কিন্তু কাঁটা খুঁজতেই হবে, নইলে তোমার পায়ে হবে ব্যথা। বিষ। এই তো এখানে, খুব ছেট, প্রায় দেখাই যায় না। এত ছেট কাঁটা, হাত দিয়ে তোলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে তোলার জন্য আমি তোমার পদ-চুম্বন করলাম। তুমি ‘এই অসভ্য’ বলে আমার মাথায় হাত রাখলে, দেবী মূর্তির মতন ভঙ্গ।

তুমি এখন স্বাধীন স্বাস্থ্যবান পায়ে অন্য পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমি তোমাকে আর দেখি না। তুমি আমার দেখাও চাও না। জানি না, তোমার পদতল এখনও গোলাপি কিনা। কিন্তু সেই ছেট কাঁটাটা আমি রেখে দিয়েছি, খুব গোপনে, খুব ভেতরে, লুকিয়ে। প্রায়ই টের পাই।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে

রবীন্দ্রনাথ সঠিক বলে গিয়েছিলেন রামের জন্মস্থান কোথায়
যারা তা মানতে চায় না

তাদের কবিতা ও গানে, শিল্পে ও মনোসূষমায় কোনো অধিকার নেই
যারা পুতুল-দেবতা মানে না, তারা ভুলে যায়
মসজিদ-গীর্জা-গুরুদোয়ারগুলিও আসলে পুতুল

তারা আঝ-ছলনাময় পুতুল-খেলা খেলতে চায় তো খেলুক
তারা বিশ্ব নিখিলের মধুরে-মধুর চিনবে না কোনোদিন !
এতগুলো শতাদী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ থেকে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝালো না যে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম কিংবা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড়বাবু এই বিশ্বসংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা সেই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধূলোমাখা শিশুটির কাঙ্গা শুনতে পায় না
তারা গর্জন-বিলাসী, অনুভব করতে পারে না ঐকতান
কিছু কিছু মানুষ আমাদের সাবালক করার জন্য মাথা ঝুঁড়ে গেলেন
তাদের বড় বড় ছবি বোলানো হয়, আসলে গ্রাহ্য করে না কেউ
আয় কানাই, আয় কামাল, তোরা আয়
পৃথিবী ভর্তি বুড়ো-শোকাদের পাগলামি দেখে
আমরা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করি !

For More Books

Visit

www.BDeBooks.Com



E-BOOK



www.BDeBooks.com

 FB.com/BDeBooksCom

 BDeBooks.Com@gmail.com